দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

রাজধানীর স্কুলের বাস্তব চিত্র

পাড়ায় পাড়ায় কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ঢাকা শহরে এখন কোচিং সেন্টারের সংখ্যা কত? এর সঠিক হিসাব কারো জানা নেই। এদের হিসাব রাখা বা এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কর্তৃপক্ষও নেই বা সরকারীভাবে এর কোন ব্যবস্থাও নেই। ব্যবস্থা নেই বলেই শহরের মহল্লায় মহল্লায়, অলি গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা অসংখ্য কোচিং সেন্টারের কোন হিসাবও কোথাও নেই।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও এসব কোচিং সেন্টারকে কোন ট্রেড লাইসেন্স নিতে হয় না কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত পরিচালিত হলেও এদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোন অনুমোদনেরও প্রয়োজন হয় না। ফলে নির্দিষ্ট কোন নিয়মকানুন মেনে এদের চলতে হয় না।

কারো কাছে কোন দায়বদ্ধতা না থাকায় কোচিং সেন্টারগুলির ব্যবস্থাপনা–পরিচালক বা পরিচালনা কর্তৃপক্ষের মর্জির ওপর নির্ভর করে। একেক কোচিং সেন্টারের একেক ধরনের নিয়মকানুন। একেক ধরনের বেতন বিন্যাস কোচিং–এর বিষয়বস্তু, শিক্ষকদের বাজারদর, সেন্টারের সুযোগ–সুবিধা, এলাকার গুরুত্ব প্রভৃতির ওপর নির্ধারিত হয়ে থাকে এখানকার ছাত্র–ছাত্রীদের বেতনের হার।

(৮–এর পৃঃ ৬–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাড়ায় পাড়ায় কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই

একজন শিক্ষক পরিচালিত রায়েরবাজার এলাকার একটি কোচিং সেন্টারে ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু বেতনের হার যেখানে ৪শ টাকা নিউমার্কেট এলাকার তেমনি ধরনের একটি কোচিং সেন্টারে বেতনের হার সেখানে ৭শ টাকা।

নামে সবই কোচিং সেন্টার হলেও সবারই বৈশিষ্ট এক ধরনের নয়। কোন কোন কোচিং সেন্টার একজন শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে চালিয়ে থাকেন, কোনটি বা গ্রুপ করে কয়েকজনে চালান আবার বড় বাড়ি করে রীতিমত স্কুলের মত করেও কোন কোন কোচিং সেন্টার চলছে। এদেশে প্রাইভেট ট্যুইশনির ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। একাধিক ছাত্রের গ্রুপ করে প্রাইভেট পড়ার ব্যাপারটিও দীর্ঘদিনের। এই প্রাইভেট পড়াবার ব্যবস্থাই এখন নানাভাবে বিস্তার লাভ করে কোচিং সেন্টারে পরিণত হয়েছে। দিনে দিনে এই কোচিং ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত লাভজনক এবং শেষ পর্যন্ত এগুলো পরিচালনার পেছনে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়িক মানসিকতা।

কোচিং ব্যবসা বিস্তার লাভ করার সঙ্গে স্কুলে লেখাপড়ার মান হ্রাস পেয়েছে মারাত্মকভাবে। এ অভিযোগ শুধু ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদেরই নয়, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মহল এমনকি শিক্ষক–শিক্ষিকাদেরও। বহু স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা এখন কোচিং ব্যবসায় নিয়োজিত। স্কুলের চাকরিকে তারা ব্যবহার করেন তাদের ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্র হিসাবে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তারা কৌশলে বাধ্য করেন তাদের কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে। স্কুলের ক্লাস কক্ষে নয় তারা ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করান কোচিং সেন্টারে। ফলে স্কুলে লেখাপড়ার পাট একরকম উঠে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কোচিং–এর ব্যবস্থা রয়েছে এখন প্রায় সব বিষয়েই। ইংরেজী অংক এবং বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতো আছেই এর সঙ্গে ব্যাকরণসহ বাংলা এবং বাণিজ্য ও মানবিক অন্যান্য বিষয়েও কোচিং চালু হয়েছে। শুধু স্কুল পর্যায়ে নয় ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়েও এখন কোচিং–এর ক্ষেত্র প্রসারিত। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্যও কোচিং–এর ব্যবস্থা। ক্যাডেট কলেজে ভর্তির জন্য প্রি–ক্যাডেট স্কুল নামে গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, মেডিক্যালে ভর্তির জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় নামের সব কোচিং সেন্টার। রয়েছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যও কোচিং–এর ব্যবস্থা। এদেরকেও টেক্কা দিয়ে কেউ কেউ চালু করেছেন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীতে ঢোকার গ্যারান্টি দিয়ে আইএসএসবি, কোচিং সেন্টার, যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য 'টোফেল', 'স্যাট' প্রভৃতিরও কোচিং সেন্টার।

সব মিলিয়ে কোচিং সেন্টারের ব্যবসা এখন জমজমাট। ছাত্রছাত্রীদের প্রলুব্ধ করার অনেক কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে বিশিষ্ট শিক্ষক–শিক্ষিকাদের নাম এমনকি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাইস চ্যান্সেলরের নামও উপদেষ্টা হিসাবে ব্যবহার করছে একটি কোচিং সেন্টার। আবার এমনও কোচিং সেন্টার আছে যার পরিচালক আদৌও কোন শিক্ষক নন। কোন একটি করপোরেশনে হিসাব বিভাগে চাকরি করেন। তার সম্পর্কে প্রচারিত তথ্য হচ্ছে তিনি ভাল অংক আর ইংরেজী জানেন। আর এই খবরেই অভিভাবকরা তার কোচিং সেন্টারে ছুটেছেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

কোচিং সেন্টারগুলির অবস্থা নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। কোন কোন কোচিং সেন্টার বড় বড় বাড়িতে স্থাপিত হলেও বেশীরভাগ সেন্টারই চলে স্বল্প পরিসর অস্বাস্থ্যকর ঘরে। কেউ নিজের ভাড়া বাসার বাইরের ঘরেই চেয়ার–বেঞ্চ পেতে ব্যবস্থা করেছেন ছাত্রছাত্রীদের পড়াবার। কেউ ভাড়া নিয়েছেন কম ভাড়ার ঘর। যার অনেকগুলিতে আলো–বাতাস অপ্রতুল। কোথাও মাথার ওপর জ্বলে একটি বাল্ব। কোথাও কোথাও ফ্যানও দেখা যায়।

তবে মুনাফার দিক দিয়ে কেউ পিছিয়ে নেই। সপ্তাহে অন্ততঃ ছয়টি দিন তিনটি থেকে চারটি ব্যাচে ছাত্র–ছাত্রীদের এসব কোচিং সেন্টারে পড়ান হয়। সপ্তাহে দু'দিন বা তিনদিনের বেশী কোন ব্যাচেরই ক্লাস নেয়া হয় না। ঘরের পরিসর অনুযায়ী সাত থেকে পনের বা তারও বেশী ছাত্রছাত্রীকে এক একটি ব্যাচের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে মাথাপিছু সর্বনিম্ন ৪শ টাকা থেকে হাজার বা তারও বেশী টাকা বেতন হিসাবে নেয়া হয়। একটি খ্যাতনামা স্কুলের একজন শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে একাই একটি কোচিং সেন্টার চালান। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি চারটি ব্যাচে ছাত্র পড়ান। প্রতিটি ব্যাচে ছাত্রছাত্রী থাকে ১৫ জন। এদের ক্লাস হয় দেড় ঘন্টা করে সপ্তাহে দু'দিন। এদের বেতন দিতে হয় মাথাপিছু ৭ শ টাকা। এই একটি অতি সাধারণ কোচিং সেন্টারের আয় থেকেই সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে ঢাকার কোচিং সেন্টারগুলির মুনাফা সম্পর্কে।